দৈনিক খবর

তারিখ ... 22 NOV
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃত্রিম সমস্যা সৃষ্টি করা হচ্ছে

।। রনজিত কুমার ।।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ঃ

দেশের একমাত্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে অনেক সমস্যা নিয়ে তার যাত্রা শুরু করে। বর্তমান সময়ে সমস্যা সীমাহীন। সমস্যার চরিত্র দু'ভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এক ধরনের সমস্যা রয়েছে যাকে সোনাতনী সমস্যা বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এ সমস্যা সমাধান দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ব্যাপারে সাথে সাথে রাজনৈতিক সাহসী সিদ্ধান্তের প্রয়োজন রয়েছে। এ জাতীয় সমস্যা কেবল মাত্র সরকারের সৎ সিদ্ধান্তে অবসান হবার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। এ জাতীয় সমস্যা কমবেশী সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যমান। এদের মধ্যে রয়েছেঃ সেশন জট, আবাসিক সংকট, সাবসিডি প্রদান, বর্ধিতহারে ছাত্র বৃত্তিসহ এই জাতীয় আরো কিছু সমস্যা। এ সব সমস্যার পাশাপাশি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু মৌলিক সমস্যা রয়েছে-যা কিনা কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি। শুধু একটি সৎ উদ্যোগের অভাবে এমন কিছু সমস্যা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের আলো-বাতাস খেয়ে পুষ্টতা লাভ করছে যার ফলে শিক্ষার সার্বিক পরিবেশকে দিনের পর দিন জটিল ও প্রতিকূল করে তুলছে। কর্তৃপক্ষ সমস্যাগুলোর ধরন বোঝেনা তা কিন্তু নয়-- বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন একবার নয় কয়েকবার বিষয়গুলো সমস্যার প্রকৃতি কি এবং কিভাবে তা মোকাবেলা করা সম্ভব সে সম্পর্কেও আলোচনা করেছে। উপাচার্যসহ কর্তাব্যক্তিরা সে সমস্যাগুলো জানার পর বছরের পর কেন সমাধান করছেন না-? অথচ বিষয়গুলো অর্থনৈতিক লেনদেনের সাথে সমস্যা সমাধান ততখানি সম্পৃক্ত নয়। শুধু প্রশাসনিক উদ্যোগ নেয়া হলে কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করা সমস্যাগুলোর পুরোটাই সমাধান করা সম্ভব বলে ছাত্র-ছাত্রীদের ধারণা। এমনতর পরিস্থিতিতে কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না-সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে সমস্যার প্রকৃতি আলোচনা করলে বেরিয়ে আসবে। এ রকম দুটি সমস্যার প্রকৃতি আলোচনা করলে বেরিয়ে আসবে। এ রকম দুটি সমস্যার প্রতি আজকের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হবে। সমস্যা দুটো হলো কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন ব্যবস্থা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব পরিচালিত কেন্দ্রীয় ক্যাফেটরিয়া যাকে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে টিএসসি ক্যান্টিন বলা হয়। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকের মুখে মুখে সীমাহীন দুর্নীতি আর অব্যবস্থা এই দুটি শাখায়।

কাউকে প্রশ্ন করা হলে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন সম্পর্কে তার সহজ উত্তর এরকম পাওয়া যাবে-"কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন বহিরাগতদের হাতে জিম্মি"। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পরিবহন, এ কথা বলার সাহস ছাত্র-ছাত্রীরা হারিয়ে ফেলেছে বলে মনে হয় অথচ প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে বাধ্যতামূলক মাসিক ৫ টাকা ফি প্রদান করতে হয়। কিন্তু পরিবহন সুযোগ পাবার থেকে উল্টো নিয়ম।

অবৈধ যাত্রীরা সীটে আরাম করে যাতায়াত করছে আর ছাত্রদেরকে বাসের হ্যান্ডেল ধরে বাদুর ঝোল' করে আসা-যাওয়া করতে হচ্ছে। এই অব্যবস্থার জন্য কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ রূপে দায়ী। কারণ এ ব্যবস্থা উত্তরণের জন্য বিগত ১০ বছর থেকে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বলে শুনা যায়নি অথচ কর্তাবাবুদের বক্তৃতা দেবার সময় দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ করেন বার বার।

এই অবৈধ যাত্রী কারা কারা এই পরিবহন ব্যবস্থাকে জিম্মি করেছে তা আলোচনা করলেই কর্তৃপক্ষের এ প্রসঙ্গে নীরবতার কারণ বুঝতে অসুবিধা হবে না। এই অবৈধ যাত্রীর সিংহভাগ হচ্ছে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর ছেলেমেয়ে, আত্মীয়স্বজন এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামবাসী। এর সংগে যুক্ত রয়েছে এক শ্রেণীর কর্মচারী যারা বিনা ভাড়ায় যাতায়াত করে। অবৈধ যাত্রীদেরকে একশ্রেণী পরিবহন কর্মচারী সহযোগিতা করছে বলে অভিযোগ দীর্ঘদিনের। পরিবহনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ অভিযোগ থেকে রক্ষা পাবেন বলে মনে হয়না কারণ অবৈধ যাত্রীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাকে বারবার আহবান জানানোর পর তিনি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি কিংবা কোন উদ্যোগ গ্রহণের খবরও পাওয়া যায়নি। এমনকি ভবিষ্যতে এ ধরনের উদ্যোগের কোন প্রচেষ্টা আছে বলে কর্তৃপক্ষীয় কোন ভাষ্য পাওয়া যায়নি।

প্রতিদিনের ভাড়া পদ্ধতি বাতিল করে দিয়ে মাসিক ভাড়া পদ্ধতি চালু করা হয়-এতে ছাত্র-ছাত্রীদের ভাড়া বাধ্যতামূলক করা হয় এবং শিক্ষক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতিমাসের জন্য টিকিট সংগ্রহের মাধ্যমে যাতায়াত করার বিধান। অভিযোগ রয়েছে অধিকাংশ শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারী মাসিক টিকিট সংগ্রহ ছাড়াই যাতায়াত করে। তারা নিজেদের জন্য টিকিট তো সংগ্রহ করেই না এমনকি নিজের ছেলে মেয়েদেরসহ অন্যান্যোরও টিকিট সংগ্রহ করে না। অথচ এসব অবৈধ যাত্রীদের জন্য বিশেষ বাসের ব্যবস্থাও রয়েছে। অলৌকিক হলেও সত্য বাসে টিকিট চেক করার কোন ব্যবস্থা নেই। কর্তৃপক্ষ নিজেদের সুযোগ সুবিধার কথা বিবেচনা করে 'টিকিট চেক' ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি বলেই ছাত্রছাত্রীদের ধারণা। আর এই ব্যবস্থায় একশ্রেণী বাস সহকারী, অবৈধ টাকা আয় করছে প্রকাশ্যে। তারা টাকার বিনিময়ে গ্রামবাসীদের যাতায়াতের সুযোগ করে দিচ্ছে। তারা বাসের মধ্যে টাকা আদায় করছে যা কিনা পরিবহন নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। টাকা আদায় প্রসংগে এক বাস সহকারীর নিকট জানতে চাওয়া হলে এই প্রতিবেদককে তিনি জানান। "স্যার, আমাদের তো ছেলেমেয়ে আছে, খেয়ে পড়ে বাঁচতে হয়। দুটি পয়সা না হলে কেমনে চলবে!" এ প্রসংগে তিনি এমন সব তথ্য জানান তা সত্য হলে যা থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে পরিবহন শাখায় সৎ ব্যক্তি খুঁজে বের করা বোধ হয় অসম্ভব। তার বর্ণনায় যা জানা যায় তেল, যন্ত্রাংশসহ পরিবহন ক্ষেত্রে ব্যবহার্য জিনিস সম্পর্কে একটি বড় রকমের তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

প্রায় বছর দু'আগে বিদায়ী উপাচার্য ঘোষণা করেছিলেন ছাত্রছাত্রীদের জন্য আরো দু'টি বাস ক্রয়ের টাকা রয়েছে এবং খুব শীঘ্রই বাস ক্রয় করা হবে যা পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু ঘোষণার দু'বছর হলো বাস ক্রয় করা হয়নি। সংশ্লিষ্ট বিভাগে খোঁজ নিয়ে 'কারণ' জানতে ব্যর্থ হয়েছি। কর্তৃপক্ষ শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে অবৈধ যাত্রীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এটা ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যাশা।

এবার আসা যাক আর একটি কৃত্রিম সংকটের দিকে। টিএসসি ক্যান্টিন' 'নো লস নো প্রফিট" এর ভিত্তিতে ছাত্র কল্যাণ বিভাগের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়ে আসছে। নিঃসন্দেহে বলা যায় এই ক্যান্টিন থেকে লাভবান হচ্ছে এর সংগে জড়িত একশ্রেণীর লোক। খাবার মান থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে ক্যান্টিন পরিচালিত হয় "আর্ন মোর প্রফিট।"। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য লাভ জনক হোটেলগুলোর তুলনায় এই ক্যান্টিনের খাবার মান অনেক খারাপ আবার মূল্যের দিক থেকে বেশী। অথচ ক্যান্টিনের সাথে যুক্ত ব্যক্তিবর্গরা বলছেন 'ক্যান্টিন থেকে কোন লাভ করা হয়নি।' ছাত্রছাত্রীদের বিশ্বাস 'নো লস নো প্রফিট' এই ভিত্তির উপর ক্যান্টিন পরিচালিত করা গেলে বর্তমানের চেয়ে খাবারমান আরো অনেক ভালো হবে।

ক্যান্টিন পরিচালনার সাথে যুক্ত একটি সূত্র জানাচ্ছে অন্যান্য আইটেমের লাভ বাদ দিলেও কেবলমাত্র 'চা' থেকে লাভের পরিমাণ প্রতিদিন দেড়শ টাকা। সুতরাং ক্যান্টিন থেকে লাভের পুরো অংশটা কোথায় যায়? এ প্রশ্ন ছাত্রছাত্রীদের মাঝে সন্দেহের সৃষ্টি করেছে। সাবসিডি দিবার কোন ব্যবস্থা না থাকলেও মাঝে মাঝে কিছু অনুদান দেবার সংবাদ শুনা যায় সে অর্থ কি পকেটস্থ হয়? সে প্রশ্নটা স্বাভাবিক কারণে অনেকের মনে আসতে পারে। এতো গেলো অর্থনৈতিক অভিযোগ। এছাড়া আরো অভিযোগ উঠেছে-খাবারের সাথে পোকা মাকড়ের মিশ্রন নিত্যদিনের ঘটনা। থালা বাসন-ব্যাকটেরিয়া, ফ্যাংগাসের 'কালচার পট' বলেই মনে হবে। পানি সরবরাহের ব্যবস্থা কোন কালে ছিল না আজও নেই। সাম্প্রতিককালে খাবার পরিবেশনের ক্ষেত্রে পক্ষপাতমূলক আচরণের অভিযোগ উঠেছে।

ক্যাম্পাসে খাবার জন্য অল্প ব্যয়ে ভাল খাবার ক্ষেত্র হিসেবে এই কান্টিনকে সহজে গড়ে তোলা সম্ভব যদি কর্তৃপক্ষ একটি শক্তিশালী কমিটির মাধ্যমে ক্যান্টিন পরিচালনা করেন। কর্তৃপক্ষীয় নীরবতায় এক শ্রেণী অসাধু ব্যক্তিই ক্যান্টিন থেকে লাভবান হবে বা হচ্ছে। সুতরাং অবিলম্বে কর্তৃপক্ষের উচিৎ হবে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে যাবতীয় তদন্ত করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।